ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৬৫০

আগরতলা,৮ জানুয়ারি,২০২৬

রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে আরও জনবান্ধব ও আধুনিক করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

রক্তদান শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়- এটি মানবধর্ম পালনের একটি বিরাট সুযোগ। রক্তের কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই, রক্তের কোনও বিকল্প নেই। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে আমরা শুধু জীবনই বাঁচাই না, মানবিক মূল্যবোধকেও শক্তিশালী করি। রক্তদান আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানবধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম। আজ আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম, এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করে চলছে। আধুনিক হাসপাতাল, উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম, আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা, দক্ষ চিকিৎসা কর্মী, চিকিৎসক ইত্যাদি সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে আরও জনবান্ধব ও আধুনিক করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া এই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের ইতিবাচক চিন্তার ফলেই অতি অল্প সময়ে রাজ্যে একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার জাতি-জনজাতি সমস্ত অংশের মানুষকে সম-মর্যাদা দিয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। জনগণও আজ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন উপলব্ধি করতে পারছেন। এই সরকার জনগণের সরকার, উন্নয়নমুখী সরকার। সবার সহযোগিতায় ত্রিপুরা বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, প্রাক্তন বিধানসভার সদস্য সুবল ভৌমিক, জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি এম. এস. ডা. কনক চৌধুরী প্রমুখ। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

*****